24 APR 2018
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

সংবাদ

স্কুল ও মাদ্রাসায় শিশু নির্যাতন বাড়ছে প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন

বাড়ি যেতে ছুটি চাওয়ার অপরাধে আরিফুল ইসলাম নামে ফেনীর মাদ্রাসা পড়ুয়া ১২ বছরের এক ছাত্রকে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলিয়ে বেধড়ক পিটিয়েছে শিক্ষক। মারধরের পর আহত অবস্থায় শিশুটিকে বাথরুমের মধ্যে আটকে রাখা হয়। গত শুক্রবার দুপুরে শহরের মধ্যম চাড়িপুর মিছবহুল উলুম কোরআন মাদ্রাসায় এ ঘটনা ঘটলেও ঘটনাটি প্রকাশ পায় গত শনিবার রাতে। এ নিয়ে গত সোমবার সংবাদ সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ফেনী জেলা পুলিশ সুপার বলেন, শিশু আরিফ বাড়ি যাওয়ার জন্য মাদ্রাসার প্রধান মাওলানার কাছে ছুটি চায়। কিন্তু তিনি ছুটি না দেয়ায় দ্বিতীয় দফায় আবারও ছুটি চেয়ে বাড়ি যাওয়ার কথা জানায়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে শিশুটিকে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলিয়ে ক্রিকেট খেলার স্ট্যাম্প দিয়ে বেধড়ক পেটায়। পিটিয়ে শিশুটিকে বাথরুমের মধ্যে আটকে রাখা হয়। পরে স্থানীয় জনগণের মাধ্যমে খবর পেয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। ঘটনার পরপরই অভিযুক্ত শিক্ষক পালিয়ে যায়।

রাজধানীর উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। ওই শিক্ষকের নাম জাওশেদ আলম। নির্যাতনের শিকার শিক্ষার্থী ওই স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। গত ১৩ এপ্রিল শিক্ষক জাওশেদ আলম তাকে অঙ্কের ক্লাস থেকে ডেকে এনে মারধর করেন। এক পর্যায়ে ছেলেটির কানের পেছন থেকে রক্ত পড়তে শুরু করে। অভিযুক্ত শিক্ষক জাওশেদ আলম বলেন, তাকে ওই শিক্ষার্থী সিএনজি বলে ডাকায় তিনি তাকে ডেকে এনে হাল্কা চড়-থাপ্পড় দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, বিষয়টিকে যেভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, এটা সে রকম গুরুতর কিছু নয়।

শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের মারধরের বিষয়টি পুরনো হলেও এটা দিন দিন বাড়ছে। সবচেয়ে বেশি মাদ্রাসার শিক্ষকরা বিনা কারণে বা বিনা অপরাধে নিষ্পাপ ছাত্রদের গায়ে হাত তোলে, নানাভাবে নির্যাতন করে। প্রায়ই মাদ্রাসার শিক্ষকদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ পাওয়া যায়। কিছুদিন আগেও লক্ষ্মীপুরে এক মাদ্রাসা ছাত্রকে ক্ষুদ্র অপরাধে শরীরে আগুনের ছ্যাঁকা দিয়েছিল এক শিক্ষক। মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষার্থীদের ওপর অমানবিক নির্যাতন এবং পশুসুলভ আচরণ করা তো হচ্ছেই, সেই সঙ্গে স্কুলেও শিক্ষার্থীদের ওপর অকারণে নির্যাতন চালানো হচ্ছে। এই দুটো ঘটনায় দুই শিক্ষক যা করলেন সেটা শিক্ষকসুলভ আচরণ নয়। তাদের কাছ থেকে নিষ্পাপ শিক্ষার্থীরা এবং তাদের অভিভাবকরা কখনো এই অমানবিক আচরণ প্রত্যাশা করে না। স্কুলে শিক্ষার্থীদের নির্যাতন করা আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তারপরও বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী নির্যাতন বাড়ছে। এর কারণ হচ্ছে বিচারহীনতা। দোষী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়ার ঘটনা খুবই কম।

আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের ক্রিমিনাল অফেন্স বা ফৌজদারি অপরাধ বন্ধ করার জন্য একটি স্থায়ী টাস্কফোর্স গঠন করতে পারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এই টাস্কফোর্সের কাজ হবে কোন কোন স্কুল এবং মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীদের ওপর নির্যাতন করা হচ্ছে সেটা তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া এবং যেসব শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সামান্য অপরাধে বিদায় সনদ দেয়াসহ অন্যান্য অপরাধ করছে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করা।